গুয়ানতানামো বে' সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য

জুডিথ শামাস
ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদুত, যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাস

১৯৯৬ সালে ওসামা বিন লাদেন এবং তার আল কায়েদা সংগঠন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তাদের এই ঘোষণা শুধু কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা আমাদের দুতাবাস, আমাদের সামরিক নৌযান ও সামরিক ঘাঁটি, আমাদের রাজধানী শহর এবং আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে হামলা করে। ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে আল কায়েদা প্রায় তিন হাজার আমেরিকান নাগরিককে হত্যা করে।

এই হামলার প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কোয়ালিশন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে কারণ সেখানে তালিবান প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক হামলা পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে আল-কায়েদাকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার সব রকম সুযোগ সুবিধা প্রদান করে আসছিল। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ১৩৭৩ নম্বর প্রস্তাবের আওতায় ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলার বিরুদ্ধে পাল্টা আত্মরক্ষামূলক হামলা করা সম্পর্কিত আমাদের অধিকারকে পুনর্ব্যক্ত করে।

আফগানিস্তানে সামরিক সংঘাতের সময় প্রায় ১০,০০০ শত্রু যোদ্ধাকে বন্দী করা হয়, তাদের সব কিছু খতিয়ে দেখা হয় এবং অনেককে মুক্তি দেয়া হয়। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ছিল তালিবান সৈন্য এবং কিছু সংখ্যক আল কায়েদা যোদ্ধা। নিরস্ত্র করার পর অধিকাংশকে আফগানিস্তানেই মুক্তি দেয়া হয় কারণ তারা আবার যুদ্ধে যোগ দেবে এমন কোন হুমকির আভাস পাওয়া যায়নি। তবে এদের মধ্যে ৭০০-এর অধিক ছিল এত ভয়ঙ্কর যে তাদেরকে নিরাপদে আফগানিস্তানে রাখা সম্ভবপর হয়নি। এ সব ব্যক্তির মধ্যে ছিল সন্ত্রাসীদের প্রশিক্ষক, বোমা বানাতে পারে এমন ব্যক্তি, সন্ত্রাসী দলভুক্তকারী এবং তাদের কাজে সহায়তাদানকারী, সন্ত্রাসীদের অর্থায়নকারী ব্যক্তি, ওসামা বিন লাদেনের দেহরক্ষী এবং সম্ভাব্য আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী। এসব যোদ্ধাকে শত্রু যোদ্ধা হিসেবে কিউবায় অবস্থিত গুয়ানতানামো উপসাগরের আমেরিকান সামরিক ঘাঁটিতে আটক রাখা হয়েছে।

তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের আওতায় যুদ্ধ বন্দীদের কিছু সুরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে এগুলো আল- কায়েদা বন্দীদের বেলায় মোটেই প্রযোজ্য নয়। কারণ আল-কায়েদা হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী

সংগঠন, এটা কোন রাষ্ট্র নয় সুতরাং এটা জেনেভা কনভেনশনের আওতাভুক্ত হতে পারে না। উপরন্তু আল-কায়েদা এই জেনেভা কনভেনশনকে স্বীকার করে না এবং এর আচরণবিধিকেও মানে না। আইন এবং যুদ্ধ পরিচালনার প্রচলিত নিয়ম নীতিকেও তারা তোয়াক্কা করে না। যুদ্ধ পরিচালনার নিয়ম নীতিকে চরমভাবে লংঘন করে তারা নিরাপরাধ অসামরিক জণগণকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। তালিবান যোদ্ধাদেরকেও বেআইনী যোদ্ধা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারাও তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের আওতায় যুদ্ধবন্দী হিসেবে বিবেচিত হবে না। এ সত্ত্বেও আমাদের সশস্ত্র বাহিনী গুয়ানতানামো ঘাঁটিতে যাদেরকে আটক করে রেখেছে তাদের প্রতি নীতিগতভাবে মানবিক আচরণ করা হচ্ছে এবং তারা তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের অন্তর্ভুক্ত অনেক সুযোগ-সুবিধাই ভোগ করছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক কমিটি অব রেডক্রস (আইসিআরসি) গুয়ানতানামো ঘাঁটির প্রত্যেক বন্দীদের সাথে বিনা বাধায় দেখা সাক্ষাত করতে পারে যেমনটি তারা পারে যে কোন যুদ্ধবন্দীর সাথে দেখা করতে। আইসিআরসি তাদের নিয়মিত এবং ঘন ঘন পরিদর্শনের সময় গুয়ানতানামো ঘাঁটির যে কোন বন্দীর সাথে একান্তে সাক্ষাত করতে পারে এবং করে থাকে। আইসিআরসি যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে বন্দীদের সম্পর্কে সুপারিশ করে থাকে এবং সেই সব সুপারিশ বাস্তবায়িত করা হয়েছে কি না সেটা আবার পরবর্তী পরিদর্শনের সময় খতিয়ে দেখতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র এই সব সুপারিশ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এবং সংস্থার অনেক সুপারিশ ইতিমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আইসিআরসি-র নিয়মনীতির কারণে আমরা তাদের সুপারিশগুলো অথবা প্রতিবেদনসমূহ প্রকাশ করতে পারি না তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, গুয়ানতানামোর বন্দীদের ব্যাপারে আমরা যেভাবে সহযোগিতা করছি তাতে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট।

জেনেভা কনভেনশনের আওতায় একজন যুদ্ধবন্দী একজন যোদ্ধা হিসেবে তাকে দেয় সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। গুয়ানতানামো ঘাঁটিতে আটক বন্দীরাও এই ব্যাপারে বিশেষভাবে গঠিত "কমব্যাট্যান্ট স্ট্যাটাস রিভিউ ট্রাইবুনাল-এর সামনে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা সম্পর্কে আপত্তি ও বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারে। একটি প্রশাসনিক পর্যালোচনা বোর্ড বছরে একবার আটক ব্যক্তিদের মর্যাদা পর্যালোচনা করে থাকে। বন্দীদের যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আদালতে হেবিয়াস কর্পাসসহ অন্যান্য আইনগত পদক্ষেপের আবেদনও করতে পারে এবং অনেকে তাই করেছে। তাদের আটক থাকার বিষয়টি সম্পর্কে আইনগত সুযোগ-সুবিধা তারা জেনেভা কনভেনশনে সন্নিবেশিত সুযোগ-সুবিধার চেয়েও অনেক বেশী ভোগ করেছে।

গুয়ানতানামো ঘাঁটিতে আটক বন্দীদেরকে দিনে তিনবার খাবার দেয়া হয় যেটা তাদের ধর্মীয় অনুশাসনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আমরা বন্দীদেরকে পবিত্র কোরান শরিফও তাদের নিজ নিজ ভাষায় প্রদান

করে থাকি। এছাড়া তাদের নামাজ পড়ার স্থানের ব্যবস্থা রয়েছে এবং রয়েছে জায়নামাজ। তাছাড়া কিবলা চিহ্নিত করার ব্যবস্থাও রয়েছে। দিনে পাঁচ বার শিবিরের লাউড স্পিকারের মাধ্যমে আযান প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বন্দীকে নামাজ আদায় করার জন্য ২০ মিনিট সময় প্রদান করা হয়ে থাকে। গত বছরে মাত্র ছয় মাসেই আটক ব্যক্তিরা তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে ১৪,০০০ চিঠিপত্র আদান প্রদান করেছে।

যুদ্ধবন্দীসহ আটক ব্যক্তিদের নির্যাতন করা যাবে না -- এটা তাদের অধিকার। যুক্তরাষ্ট্র নির্যাতন সম্পর্কে তার অবস্থান সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ফৌজদারী আইন এবং বিভিন্ন চুক্তির বাধ্যবাধকতা যে কোন স্থানে নির্যাতন নিষিদ্ধ করেছে। আমরা নীতিগতভাবে নির্যাতন বিষয়ক কনভেনশনের আওতায় জিজ্ঞাসাবাদের সময় নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা অবমাননাকর আচরণ অনুমোদন করি না সেই জিজ্ঞাসাবাদ যেখানেই হোক না কেন। যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক আইনে এই নীতি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আটককৃত ব্যক্তিদের ওপর অবৈধ আচরণের ঘটনা আমরা অত্যন্ত কার্যকরভাবে তদন্ত করেছি এবং এই সব অবৈধ আচরণের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আজ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র সশস্ত্র বাহিনীর ১০০ জন সদস্যকে দায়ী করা হয়েছে।

শত্রু যোদ্ধাদেরকে প্রয়োজনের তুলনায় দীর্ঘ দিন আটক রাখার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের কোন আগ্রহ নেই। প্রায় ২৫০ জন আটক ব্যক্তিকে ইতিমধ্যে হয় মুক্তি দেয়া হয়েছে কিংবা গুয়ানতানামো ঘাঁটি থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, গুয়ানতানামো ঘাঁটি থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রায় ১৫ ব্যক্তি পুনরায় সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে নিয়োজিত হয়েছে এবং তাদেরকে আবার আটক করা হয়েছে। যারা গুয়ানতানামো ঘাঁটিতে এখনও আটক রয়েছে তাদেরকে সে কারণেই আটক রাখা হয়েছে যে কারণে বৈরিতা অবসান না হওয়া পর্যন্ত যে কোন যুদ্ধবন্দীকে আটক রাখা হয় যাতে করে তারা আবার যুদ্ধে ফিরে যেতে না পারে। প্রকৃতপক্ষে, গুয়ানতানামো ঘাঁটিতে আটক অনেকেই মুক্তি পেলে আবার যুদ্ধে ফিরে যাবার ইচ্ছ প্রকাশ করেছে এবং ভবিষ্যতে তারা অপহরণ, হত্যা এবং শিরচ্ছেদ করার মত কাজ করবে বলে হুমকি দিয়েছে। এ কারণেই আমরা তাদেরকে আটকে রেখেছি। গুয়ানতানামো ঘাঁটিতে আটককৃতদের মধ্যে রয়েছে আল-কায়েদার একজন বিস্ফোরক প্রশিক্ষক, একজন সাংবাদিকের গাড়িতে গ্রেনেড হামলার পরিকল্পনাকারী আফগানিস্তানের একটি সন্ত্রাসী সেলের একজন সদস্য, এবং সেই সব আল-কায়েদা সদস্য যারা বিমান ধ্বংস করার জন্য জুতা বোমা নির্মাণ করেছে এবং জাহাজে আক্রমণের জন্য চুম্বক মাইন তৈরী করেছে।

এর বিকল্প কি? অনেকে এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে এই সব সন্ত্রাসীর সাথে যুদ্ধবন্দীর মত আচরণ না করে প্রচলিত ফৌজদারী আইনে তাদের বিচার করা উচিত এবং বিচারে তাদের অপরাধ প্রমাণিত না হলে তাদের মুক্তি দেয়া উচিত। এই যুক্তি আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী হবে কারণ এর ফলে অবৈধ যোদ্ধারা আন্তর্জাতিক আইন মান্যকারী যোদ্ধাদের তুলনায় ভাল আচরণ পাবে। পুলিশ ইন্সপেকটরদেরকে কি যুদ্ধে ফিরে যাবে এমন যোদ্ধাদের সম্পর্কে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের জন্য সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেতে হবে?

গুয়ানতানামো ঘাঁটি সম্পর্কে প্রকৃত চিত্র হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের নাগরিকদের সন্ত্রাসীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য বর্তমানে আমাদের হাতে এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিকল্প। অনেক দেশ এই আশায় আছে যে অন্য কেউ বিশ্বকে একটি নিরাপদ স্থানে পরিণত করবে। আল কায়েদার প্রধান লক্ষ্যবস্তু হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র এই বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। যতদিন না সন্ত্রাসীরা তাদের পরিকল্পনা বাদ দেয় এবং তাদের জঘন্য হামলা বন্ধ করে, ততদিন কোন দায়িত্বশীল সরকারই আবার হামলা করার জন্য তাদেরকে মুক্তি দিতে পারে না।

==========

জিআর/ ১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৬

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *ডবনংরঃব:* *dhaka.usembassy.gov* *(New) এ যোগাযোগ করুন।*